সমকাল

26 AUG 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কিশোরগঞ্জ সরকারি গুরুদয়াল কলেজের বেগম খালেদা জিয়া ছাত্রীনিবাসের কমন রুমে টিভিসহ বিনোদনের ব্যবস্থা থাকার কথা। অথচ আবাসন সংকটের কারণে ওই রুমে ৫৭ ছাত্রী অবস্থান নিয়েছেন সমকাল

গুরুদয়াল কলেজে শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষ সংকট তীব্র

■ কিশোরগঞ্জ অফিস

কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী গুরুদয়াল সরকারি কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার। কিন্তু শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষ সংকটের কারণে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর পাঠদান কার্যক্রম মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে। কলেজ সূত্র জানায়, মাস্টার্স, স্নাতক (পাস) এবং উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির সবচেয়ে বড় গুরুদয়াল সরকারি কলেজ। এবার একাদশ শ্রেণিতেই ভর্তি হয়েছে এক হাজার ৬৫০ শিক্ষার্থী। সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ এবং বর্তমান রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের স্মৃতিবিজড়িত এই কলেজ। ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত কলেজটিকে ১৯৮০ সালে সরকারীকরণ করা হয়। বর্তমানে কলেজে ১৬টি বিভাগে স্নাতক (সম্মান), ১৬টি বিভাগে স্নাতকোত্তর, উচ্চ মাধ্যমিক, (পাস) কোর্স রয়েছে। মাত্র চারজন কর্মচারীকে সামলাতে হচ্ছে পুরো কলেজের আর্থিক, একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজকর্ম।

এনাম কমিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, একাদশ ও পাস কোর্স ছাড়াই মোট শিক্ষকের প্রয়োজন ১৬৬ জন। কিন্তু কলেজে শিক্ষক আছেন মাত্র ৮৫ জন। ফলে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর চাপে কলেজের পাঠদান কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়েছে। সম্মান শ্রেণিতে প্রতিটি বিভাগে গড়ে এক হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছে। সে অনুপাতে গড়ে শিক্ষক আছেন মাত্র চারজন করে। প্রতিটি বিভাগে এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর পাঠদানের জন্য বরাদ্দ আছে মাত্র দুটি করে কক্ষ। দর্শন, ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস বিভাগের কোনো শ্রেণিকক্ষ নেই। কমবেশি একই চিত্র অন্যান্য বিভাগেও।

উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান সহযোগী অধ্যাপক আবুল কালাম মো. সালাহউদ্দিন ভূঁইয়া জানান, নিয়ম অনুযায়ী এ বিভাগে ১২ শিক্ষক থাকার কথা। কিন্তু শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ছয়জন। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি এবং পাস কোর্সে পাঠদান তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। বিশেষ করে বিজ্ঞান ভবনের কোনো অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়নি। ফলে পাকিস্তান আমলে নির্মিত একটি কক্ষেই একাদশ থেকে মাস্টার্স শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ক্লাস করতে হচ্ছে। একটি মাত্র কক্ষে ক্লাস করানো কঠিন হয়ে পড়েছে। স্নাতক (পাস) ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণিকক্ষ নেই।

প্রধান সহযোগী অধ্যাপক আরও জানান, একটি কক্ষ অন্য বিভাগের সঙ্গে মাঝেমধ্যে ভাগাভাগি করতে হয়। একটি কক্ষে সর্বোচ্চ ১২০ জন শিক্ষার্থীর ধারণক্ষমতা রয়েছে। অথচ কয়েকশ' শিক্ষার্থীকে বাংলা ও অন্যান্য বিষয়ে একসঙ্গে ক্লাস করতে হচ্ছে। ফলে অনেক ছাত্রকে দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হয়। তীব্র কক্ষ সংকটের কারণে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে।

স্নাতক (পাস) শিক্ষার্থী রফিকুল ইসলাম বলেন, শ্রেণিকক্ষ না থাকায় কলেজে এসে বখাটেদের মতো ঘোরাফেরা করতে হয়। শিক্ষকরা তাদের কোনো ক্লাস নেন না।

কলেজ সূত্র জানায়, শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুপাতে শতাধিক শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজন হলেও আছে মাত্র ৩০টি। এগুলোর কোনো কোনোটির অবস্থা অত্যন্ত করুণ। কলেজে অন্তত আরও একটি পূর্ণাঙ্গ একাডেমিক ভবন ও লাইব্রেরি জরুরি। লাইব্রেরিতে বসে পড়ার ব্যবস্থা নেই। শিক্ষার্থীদের জন্য নেই প্রয়োজনীয় বই ও জার্নাল।

তা ছাড়া সরকারি জনবল কাঠামো অনুযায়ী এখানে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষসহ ১৬৬ জন শিক্ষক থাকার কথা। কিন্তু আছেন মাত্র ৮৫ জন। ৮১টি শিক্ষকের পদ শূন্য। ২৫ হাজার শিক্ষার্থীর ভর্তি, বিভিন্ন পরীক্ষা, দাপ্তরিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক কাজ সম্পাদন করার জন্য রয়েছেন মাত্র চারজন কর্মচারী। কলেজের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ৩৭ জনের মধ্যে কর্মরত আছেন মাত্র ১৬ জন। অফিস সহকারী, হিসাবরক্ষক, ক্যাশিয়ারসহ গুরুত্বপূর্ণ ২১টি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য।

কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপক রামচন্দ্র রায় বলেন, প্রয়োজনীয় শিক্ষক পদ সৃষ্টির বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে জানানো হয়েছে। কলেজটিতে ১০ তলা একটি বড় বিল্ডিং নির্মাণ করে সব বিভাগকে ওই বিল্ডিংয়ে স্থানান্তর করা গেলে সমস্যার সমাধান হবে। শিক্ষকের চেয়েও শ্রেণিকক্ষের সংকট তীব্রতর। তিনটি নতুন একাডেমিক ভবন, পাঁচশ' শয্যার তিনটি হোস্টেল ও একটি লাইব্রেরি নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর চিঠি পাঠানো হয়েছে।